আজকাল
কলকাতা ২০ আশ্বিন ১৪১৩ শনিবার ৭ অক্টোবর ২০০৬

২২ হাজার একর জমিতে সালিমের ২ প্রকল্পই পেল কেন্দ্রের ছাড়পত্র--সালিম, ভিডিওকন-সহ রাজ্যের ৯ প্রকল্পকে কেন্দ্র দিল ছাড়পত্র ।। ডেঙ্গু

কলকাতা

বেসু-র উন্নয়নে প্রাক্তনীদের অঙ্গীকার

বেসু-র উন্নয়নে প্রাক্তনীদের অঙ্গীকার

ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাচ্ছে সুরাবর্দির বাসভবন

হাসপাতাল থেকে রেস্তোরাঁ: ন্যাটমোর দৌলতে এবার হাতের মুঠোয় ভারত

হিট করেছে মা গঙ্গা, ময়ূরপঙ্খি

এস এস কে এমে আই সি সি ইউ অক্সিজেনহীন!

বাজারে নজরদারি পুলিসের

ল্যান্সডাউনে বোমাতঙ্ক

সর্বস্ব হারালেন বিদেশিনী!

মধুমিতা দত্ত

'ফিরিয়ে দাও।' যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে তুমি আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত তার দিকে তাকাও। তাকে কিছু ফিরিয়ে দাও। দেড়শো বছর পূর্তির আগে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির (বেসু) প্রাক্তন ছাত্রেরা এমনই আহ্বান জানিয়েছেন। আগে সবাই চিনত শিবপুর বি ই কলেজ বলে। এর পর হল ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়। আর এখন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে বেসু-র হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। তাঁদেরই সংগঠন গ্লোবাল অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (গ্যাবেসু)। বেসু-র দেড়শো বছর পূর্তির প্রাক্ মুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা প্রাক্তনীদের কাছে তাদের আবেদন— ফিরিয়ে দাও, তোমার প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কিছু ফিরিয়ে দাও। গ্যাবেসু-র পক্ষে স্বপন সাহা জানালেন, এ পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটিরও বেশি টাকা বেসু-র বিভিন্ন প্রকল্পে দান করেছেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। ৮৮ সালে বেসু থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে স্বপন এখন আছেন সানফ্রান্সিসকোয়। জানালেন, 'দেশে এবং বিদেশে থাকা সব প্রাক্তনীদের কাছেই আমাদের আবেদন, এগিয়ে এসো। বেসু-র উন্নতিতে সাহায্য করো।' বললেন, 'আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা যত টাকা সাহায্য করেছেন দেশের মধ্যে আই আই টি-র প্রাক্তনীরা ছাড়া আর কেউ এত টাকা সাহায্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।' এখন পর্যন্ত গ্যাবেসু কীভাবে বেসু-র উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে তারও খতিয়ান দিলেন স্বপন। ৯০ সালে মূলত প্রাক্তন ছাত্র অরুণ দেবের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় থাকা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি বিভাগকে সংযোগের জন্য ল্যান (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক) চালুর জন্য সাহায্য করেন। প্রায় ৩৮ হাজার মার্কিন ডলার প্রাক্তনীরা সে সময় দান করেছিলেন। এটাই ছিল সবাই মিলে করা প্রথম প্রকল্প। প্রাক্তনীরা এগিয়ে আসছেন অভাবী-মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যের জন্যও। মূলত, গ্যাবেসুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারই এই মেধাবৃত্তি দেওয়ার প্রকল্প চালু করেছিল। কিন্তু এখন তা ছড়িয়ে গেছে কানাডা, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত এবং মহারাষ্ট্র চ্যাপ্টারে। বেসু-তে পড়তে এসেছে কিন্তু খুবই অভাবী এরকম ছাত্রছাত্রীদের বেছে নিয়ে সাহায্য করে গ্যাবেসু। দিনে দিনে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছেন তাঁরা। স্বপনের বক্তব্য, 'এই ধরনের প্রকল্পকে সফল

করতে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আরও এগিয়ে আসার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি।' এ ছাড়াও গ্যাবেসু-র খুব বড় প্রকল্প গণপতি সেনগুপ্ত মেমোরিয়াল ভি এল এস আই ল্যাবরেটরি। গ্যাবসু-র সঙ্গে এই প্রকল্পে রয়েছে বেসু এবং ম্যাগমা ডিজাইন অটোমেশন। ৫৯ সালে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিলেন গণপতি সেনগুপ্ত। তিনি এখন আর বেঁচে নেই। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ সেনগুপ্ত এই প্রকল্পের জন্য দান করেছেন ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। পাশাপাশি গ্যাবসু-র উল্লেখযোগ্য প্রকল্প 'পূরবী দাস স্কুল অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি'। ৬৬ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাচের ছাত্র অমৃত দাস এই প্রকল্পের জন্য ১ কোটি টাকা দান করেছিলেন। তাঁর প্রয়াত স্ত্রী পূরবীর স্মৃতিতেই এই স্কুলের নামকরণ হয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক প্রকল্পে সাহায্য করে আসছেন প্রাক্তনীরা। স্বপন আরও একবার বললেন, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে এলে আরও উন্নতি সম্ভব আমাদের প্রিয় কলেজের।

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata – 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited
Designed, developed & maintained by Datasoft Solutions